NATIONAL CONFERENCE ON RAPE LAW REFORM

8 December 2018 |CIRDAP International Conference Centre | Dhaka

নারী-পুরুষের সমতা, অধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ষণ আইনের সংস্কারের আহবান

সাধারণ বিষয়সমূহ

১. আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার আইন এবং বাংলাদেশের সংবিধানে নিশ্চয়তকৃত মৌলিক অধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫, ১০ ও ১৬ অর্জনের জন্য ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন সংস্কার করা।

২. কোনরূপ বৈষম্য না করে ধর্ষণের শিকার সকল ব্যক্তির (লিঙ্গ, গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, জাতিস্বত্তা, প্রতিবন্ধিতা বা যৌনতা নির্বিশেষে) ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ধর্ষণের আইন সংস্কার করা।

৩. রাষ্ট্র পরিচালিত একটি 'ক্ষতিপূরণ তহবিল' গঠন করা, যেখানে ধর্ষণ প্রমান হওয়া সাপেক্ষে ধর্ষণের শিকার ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পেতে পারে। এক্ষেত্রে অপরাধী চিহ্নিত হয়েছে কিনা বা তার বিচার হয়েছে কিনা তা বিবেচনা না করা।

৪. ডাক্তার, আইনজীবী, পুলিশ, বিচারক, সামাজকর্মী সহ সংশ্লিষ্ট সকল পেশাজীবী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ মডিউল ও ম্যানুয়ালসমূহ পর্যালোচনা করে জেন্ডার সমতা, হাইকোর্টের নির্দেশনা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রটোকল এবং ন্যায়বিচারে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে নারীরা যে সকল অভিজ্ঞতা ও বাধার মুখোমুখি হয় সেগুলোর সামাজিক প্রেক্ষিত এবং দায়-দায়িত্ব সংক্রান্ত তথ্যসমূহ অর্ন্তভূক্ত করা।

৫. বিচারক, আইনজীবী, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও সমাজকর্মীদের জন্য সংস্কারকৃত আইন সম্পর্কে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬. প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সকল স্তরের পাঠ্যপুস্তকে নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন নির্যাতন এবং 'সম্মতি' ও 'পছন্দ' ধারণাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেন সমাজে এ বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা তৈরী হয়।

৭. অপরাধের শিকার ব্যক্তি, সাক্ষী এবং ধর্ষণের মামলা পরিচালনা ও তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য বিভিন্ন ফরমেটে ও ভাষায় প্রচার করা।

৮. ধর্ষণ সংক্রান্ত আইন ও বিচার পদ্ধতি বিশেষকরে নারীপক্ষ ও অন্যান্য বনাম স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশনা (জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতায় প্রতিক্রিয়াঃ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রটোকল) সহজ ভাষায় সংশ্লিষ্ট সকলের (বিচারক, আইনজীবী, পুলিশ, সমাজকর্মী ও আইন সহায়তা সংস্থা) নিকট প্রচার করতে হবে।

দন্ডবিধি ১৮৬০ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর পর্যালোচনা

৯. যেকোন লিঙ্গ নির্বিশেষে সম্মতি ব্যতিত সকল ধরনের পেনিট্রেশনকে আওতাভুক্ত করে ধর্ষণের সংজ্ঞাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা

১০. 'সম্মতি' প্রত্যাহার হতে পারে এমন বিষয় বিবেচনায় নিয়ে ধর্ষণের সংজ্ঞাকে সুস্পষ্ট করা।

১১. বলপ্রয়োগ বা শারীরিক বাধা প্রদান প্রমানের অনপুস্থিতি 'সম্মতি' প্রদান বুঝায় না তা সুস্পষ্ট করতে হবে।

১২. কোন বস্তু বা দ্রব্যের ব্যবহারকে অন্তর্ভূক্ত করে 'পেনেট্রেশন' এর সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা।

১৩. ছেলে শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এ 'শিশু' শব্দটিকে সুনির্দিষ্ট করা।

১৪. কোনরূপ বৈষম্য না করে ধর্ষণের শিকার সকল ব্যক্তির (নারী, শিশু, পুরুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, হিজড়া জনগোষ্ঠী, রূপান্তরকামী ব্যক্তি, আদিবাসী ও যৌনকর্মী সহ সকলের) ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ধর্ষণের আইন সংস্কার করা।

১৫. ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার বিষয়টি শর্তসাপেক্ষ বা বিচারিক বিবেচনায় না রেখে অপরাধীর নিকট থেকে পাওয়া বাধ্যতমূলক করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১৫ ধারা সংশোধন করা।

১৬. অপরাধের গুরুত্ব ও প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তি নিশ্চিত করা এবং অন্যান্য যৌক্তিক বিষয়সমূহ যেমন- অভিযুক্তের বয়স ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনায় নেওয়ার জন্য শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা (Sentencing Guideline) প্রণয়ন করা।

ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮-এর পর্যালোচনা

১৭. ভাষা ও শ্রবণ এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যাতে ধর্ষণ মামলায় সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে এমন ব্যবস্থা রেখে ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন করা।

সাক্ষ্য আইন ১৮৭২-এর পর্যালোচনা

১৮. ধর্ষণ মামলায় অভিযোগকারীর চরিত্রগত সাক্ষ্য (Character Evidence) গ্রহণের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে সাক্ষ্য আইনের ১৫৫(৪) ধারা সংশোধন করা।

১৯. আসামী পক্ষের আইনজীবীগণ অভিযোগকারীকে জেরার সময় যাতে অবমাননাকর ও অপমানজনক প্রশ্ন করতে না পারে তা নিশ্চিত করা।

সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রণয়ন

২০. ২০০৬ সালে বাংলাদেশ আইন কমিশনের তৈরীকৃত খসড়া সাক্ষী সুরক্ষা বিলটি বিশেষকরে যে সকল ব্যক্তি জাতিস্বত্তা, বর্ণ, ধর্ম এবং প্রতিবন্ধিতার কারণে বৈষম্যের শিকার তাদের প্রেক্ষিত বিবেচনায় নিয়ে সকলের সাথে পরামর্শ করা।

২১. পরামর্শ পরবর্তী, আইনে অপরাধের শিকার ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষার অধিকার, জরুরী আশ্রয়, জীবিকার সহায়তা, মনো-সামাজিক সহায়তা এবং তাদের পরিচয় অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানান্তর, পূনর্বাসন ও নিরাপত্তা প্রদান করে সাক্ষী সুরক্ষা বিল পাস করা। তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আর কোন আশংকা নেই বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা সুনিশ্চিত করা পর্যন্ত সাক্ষীদের সুরক্ষা চলমান রাখা ।